১৪ উদ্ধৃতঃ এস.এম. আফজাল হোসেন (সম্পাদিত), কিংবদন্তীর কাঙাল হরিনাথ স্মারকগ্রন্থ, প্রকাশক নজরুল ইসলাম সাথী, শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ, কুষ্টিয়া ১৪ এপ্রিল, ২০০৫; অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধঃ ব্রাহ্মসমাজে কাঙাল হরিনাথের গান, পৃ. ১৮

১৫ প্রাগুক্ত; বৈদ্যনাত মজুমদার, প্রবন্ধঃ পলণ্টীপ্রাণ মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা' পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক, পৃ. ২১।

১৬ ড. সুকুমার সেন, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খন্ড, বাংলা ১৩৭৭, কলকাতা, পৃ. ১৯৬৫।

১৭ *দৈনিক সংবাদ*, ১০ আগস্ট, ২০০৬ থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু নেওয়া।

১৮ উদ্ধৃতঃ আবুল আহসান চৌধুরী, *কাঙাল হরিনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চিন্ড়া* (প্রবন্ধ), কাঙাল হরিনাথ স্মরণে ১৬১তম জন্মবার্ষিকী, ১৪০১ কুমারখালী কুষ্টিয়া থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু নেওয়া হয়েছে।

১৯ উদ্ধৃতঃ আবুল আহসান চৌধুরী (প্রবন্ধঃ কাঙাল হরিনাথের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ চিন্ড়া), কাঙাল হরিনাথ স্মরণে ১৬১তম জন্মবার্ষিকী ১৪০১, সম্পাদকঃ নন্দ গোপাল বিশ্বাস, কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি সংসদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

২০ প্রাগুক্ত।

২১ পাদটীকাঃ কাঙাল হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় উলেণ্টখ করেন, "লালন শাহ নামে এক কায়স্থ আর এক ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব।" গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা ১ম সপ্তাহ আগস্ট ১৮৭২। মুনতাসির মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫) দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৮৭, পৃ. ৯২।

২২ হরিনাথ মজুমদার *কাঙালের বক্ষাভবেদ* ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯২, পৃ. ২৫১। ম. মনিরুজ্জামান লালন জীবনী ও সমস্যা, ১৯৭৮, কুষ্টিয়া, পৃ. ৩৮, ৩৯, ৬০।

২৩ রাধাচরণ রায়, *বাউল কবি কাঙাল হরিনাথ*, বিশ্বাশ্রয়ানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন ৭৬ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৮১ কলকাতা, পৃ. ৩৭২।

২৪ দূর্গাদাশ লাহিড়ি (সম্পাদিত), *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯০৫, সংস্করণ এপ্রিল ২০০১, গান নম্বর-১১, পৃ. ৫১২।

২৫ উদ্ধৃতঃ এস.এম. আফজাল হোসেন (সম্পাদিত), *কিংবদন্তীর কাঙাল হরিনাথ স্মারকগ্রন্থ*, শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ, কুষ্টিয়া, ১৪ এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ২২।

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

বেনথামের উপযোগবাদ : মানবতাবাদ

মোঃ মতিউর রহমান*

সারসংক্ষেপ : শিশুকালে বোধ-বুদ্ধি, শক্তি, চেতনা নিয়ে মানুষ যথার্থভাবে জন্মগ্রহণ করে না। এগুলো মানুষকে ক্রমান্বয়ে অর্জন করতে হয় যা তার আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। মানুষের বোধ, বুদ্ধি, শক্তি-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি থেকেই মানবতার উদ্ভব। মানুষের শক্তি-সার্মথ্য, ধন- দৌলত, স্নেহ-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মায়া, মমত্ববোধ যখন অপরাপর মানুষের জন্য কাজ করে তখন আমরা তাকে বলি মানবতাবাদী। শর্তহীনভাবে মানুষের জন্য জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া মানবতার লক্ষ্য বৈকি। আলোচ্য প্রবন্ধে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ কামনায় জেরেমি বেনথাম কতটুকু মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিরলসভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মানবতাবাদ এমন একটি মতবাদ যেখানে মানুষই হচ্ছে আদি সত্তা বা প্রধান সত্তা। এখানে মানুষই সব। এই মতবাদে মানুষকে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান বলা হয়। আর ইহজাগতিক পরজাগতিক সবকিছুই মানুষ মূল্যায়ন করবে। শিলার বলেন, আমাদের সকল জ্ঞানই মানবমন নির্ভরশীল; মানবিক। অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্পর্কিত, সমাজ সম্পর্কিত, নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত এমনকি সৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্ড় জ্ঞান ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানবতাবাদের আওতায় এসে যায়।[১] মানবতাবাদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা - (১) ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদ (২) ধর্ম সাপেক্ষ মানবতাবাদ।

ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদে ধর্মের বালাই নেই। মানুষ ধর্মীয় বিধি-বিধান, নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে মানবিক হবে তা নয় বরং মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করবে। অর্থাৎ কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। মানুষের বোধ-বুদ্ধি, শক্তি-চেতনা সবকিছু মানবতার দ্বারা রূপায়িত হবে। আর বেনথামের মানবতাবাদও হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদ। নিম্নে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মানবতাবাদ উপস্থাপন করা হলো:

জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) সমাজ সংস্কারক ও নীতি দার্শনিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা Jeremiah Bentham- জেরেমিয়াথ বেনথাম ত্রিভেনার্স কোম্পানীর একজন ক্লার্ক (Clerk) এবং সেই সময় সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৫৫ সালে বেনথামকে লন্ডন ওয়েস্টমিনিস্টার স্কুলে পাঠানো হয়। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। স্কুল কলেজ উভয়ের প্রতিই তাঁর ঘৃনাভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি ১৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি পার্লামেন্টারী ইলেকশন ভোট দেয়ার নিমিত্তে অক্সফোর্ডে ফিরে আসলে কুইন্স কলেজের নিকটবর্তী ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে যোসেফ প্রিস্টলীর (Joseph prestly) *Essay on Government* গ্রন্থে "সর্বাধিক সংখ্যক

* এম.ফিল. গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

মানুষের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক সুখ"–দেখতে পান।[২] তারপর থেকেই বিষয়টি নৈতিকতার আলোচনায় নিয়ে আসেন। হেলভেটিয়াম (Helvetius: 1715-1771) এবং বেককেরিয়া (Beccaria) ও এই শব্দ গুচ্ছ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হাচিসন (Hutcheson: 1694-1747) 'সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ' তথ্যটি উপযোগবাদীদের আগেই প্রয়োগ করেন।[৩]

প্রিস্টলি ও হাচিসনের অনুসরণে বেনথামই "সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ" কথাটি নৈতিক অর্থে প্রয়োগ করে এক নতুন আন্দোলনের মূলমন্ত্র হিসেবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে জনপ্রিয়তার মাধ্যমে চিন্ড্র চেতনার ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্ড়ার করেছিলেন। তিনি যে উপযোগবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর এই তত্ত্বটি সকলকালে গুর"ত্ব বহন করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এরই আলোকে ব্যক্তিগত সমষ্টিগত সকল প্রকার কর্মপদ্ধতিকে পরিচালিত করার ঘোষণা দেন। এমনকি মানবিক আচরণের নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তিনি উপযোগবাদী নীতির কথা বলেন।[৪] তার সজ্ঞানুসারে কোন মানবিক কর্মপন্থা নৈতিক ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযোগী কিনা তা নির্ভর করে 'সর্বাধিক সংখ্যকের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ' উৎপাদন করে কিনা তার ফলাফলের ওপর। তিনি বলেন, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মূল স্ে"াগান ঠিক রেখে কাজ করা উচিত।

বেনথাম ছিলেন ফিলসফিক্যাল রেডিক্যালস (Philosophical Radicals) নামে পরিচিত দার্শনিক সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণে আত্মনিবেদিত প্রাণ।[৫] তিনি সবসময় মানুষের সুখ শান্ড়ির উন্নয়নে মনোসংযোগ স্থাপন করেন। তারই ফলশ্র"তিতে বেনথাম সুখবাদের সহায়তায় সমাজ সংস্কারের একটি তাত্ত্বিক মূল্য সরবরাহ করেন। তিনি মত দেন যে, সরকারের যে কোন আইন বা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই তার উপযোগনীতির আলোকে অবদান রাখার মাধ্যমে ন্যায়সম্মত বলে প্রমাণিত হতে হবে। তাই তাঁর মতবাদকে উপযোগবাদ বলা হয়। তিনি এপিকিউরিয়াসের ন্যায় মনস্ড়াত্ত্বিক ও নৈতিক সুখবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্মকা" থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৃটেনের রাজনীতি সমাজনীতির যুগোপযোগী পরিবর্তন আনায়নের জন্য তিনি আমরন সাধনা করেছেন। তাঁর কাছে মানব সেবাই মানব কর্মের একটি প্রধান কর্ম বলে বিবেচিত। তারই ফলশ্র"তিতে তাঁর মরদেহের কঙ্কাল এখনও লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।[৬]

বেনথাম মনে করেন সমাজ সংস্কারের তাত্ত্বিক মূল্য উপযোগবাদ সরবরাহ করে পাশাপাশি স্বয়ং সরকারের কোন কাজ প্রতিষ্ঠান উপযোগ নীতি কাজে লাগানোর মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। তাই তিনি সুখবাদের যথার্থ নাম দিয়েছেন উপযোগবাদ।

১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বেনথাম তাঁর *Fragment on Government* গ্রন্থে ইংল্যান্ডের আইন সম্পর্কীয় বণ্ডাকস্টনের কঠোর সমালোচনা করেন। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ড় তিনি রাশিয়ায় অবস্থান করেন। তিনি নৈতিক ব্যাপারের তুলনায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বেশী আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করেন, যে সরকার সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল

নয়; সে সরকারের দ্বারা কোন আদর্শ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়িত হতে পারে না। সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের জন্য তিনি গণতন্ত্রের কথা মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন। বেনথাম (Constitutional Code) এর কাজেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। তাঁর লিখিত বেশকিছু পুস্ড়িকা আছে যা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে লেখা। তৎকালীন গতানুগতিক (banal) নীতিদর্শন প্রধানত ব্যক্তিমানুষের আচরণের সাথে জড়িত ছিল। আর বেনথামের চিন্ড়াধারা হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের চিন্ড়াধারা কোন আইনের আওতায় পড়ে তা ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত কিনা। তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ড় মানবকূলকে একীভূত করার চেষ্টা করেন যা গণতন্ত্রের সুপরিকল্পিত রূপ এবং আরো বলা যায় অসম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উপযোগবাদ নীতি মূলত সমগ্র আইন পদ্ধতির সম্মতিতে প্রয়োগ করা হয়। তিনি তাঁর উপযোগবাদী নীতির আওতায় মঙ্গল ও উন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুর"ত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।[৭]

বেনথাম উপযোগবাদের দ্বারা তাঁর দর্শনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রকৃত বিশ্বাস ছিল মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদে যার ফলশ্র"তিতে বিশ্বের যেখানেই হোক এই নীতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি তিনি তাঁর পুরো সমর্থন দিতেন। তিনি রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, দ"নীতি, ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বেশ দখল রাখেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী গুর"ত্ব দেন আইনশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যায়। তিনি মানবসেবার কল্যাণে ইংরেজদের প্রতিবাদ স্বরূপ ফ্র্যাগমেন্ট অব গর্ভনমেন্ট রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি উপযোগিতার মাপকাঠি প্রয়োগ করে আইনের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করেন আর ঘোষণা করেন যে, নিছক বয়সের প্রাচীনত্ব বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমর্থনই আইনের যৌক্তিকতার জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া তিনি রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রণয়ন প্রভৃতির ব্যাপারে উপযোগিতার নীতিকেই একমাত্র সূচক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, উপযোগিতার নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রচিন্ড়ার মূল সমস্যা পর্যবেক্ষণ করা একটি বাস্ড়ব সম্মত প্রশ্ন। কাজেই তা স্বাক্ষ্য প্রমাণ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বাস্ড়ব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই কাজ করতে হয়।

উপযোগবাদের তত্ত্ববিশেণ্ডষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রকৃতি মানুষকে সুখ ও বেদনা এই দুই সার্বভৌম প্রভুর সিংহাসনের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন যার একদিকে ন্যায় ও অন্যায়ের বিজয় বৈজয়ন্ড়ী এবং অন্যদিকে কার্যকারণের দাসত্ব শৃঙ্খল। উপযোগবাদী নীতি এই শৃঙ্খলকে স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি ও আইনের দ্বারা সুখের বুননকে মজবুত করার প্রয়াস পায়। তাঁর মূল কথা হচ্ছে সুখান্বেষণই হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক বাসনা। এই বাসনার অনুকূলের কাজকে ব্যক্তি চায় আর প্রতিকূলের কাজকে বর্জন করে। এই মৌল কামনা বাসনার প্রতি অনুকূলতার নীতিকেই বেনথাম উপযোগিতার নীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে সব কাজই এই উপযোগিতার নীতির ওপর নির্ভরশীল। আমরা মনের অজান্ড়েই প্রতিটি যুক্তিযুক্ত ও বিচার বিশেণ্ডষণমূলক কাজে উপযোগিতার নীতির মুখাপেক্ষী হই। ব্যক্তিভেদে কামনা-বাসনা ভিন্নরকম হওয়ায় সরকারের পক্ষে সবার বাসনা চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। কাজেই তিনি সর্বাধিক সংখ্যক লোকের বাসনাকে যথার্থ বাসনা

বলে সেটিকে গ্রহণ করার জন্য যে নীতির উদ্ভব ঘটেছে তার অন্তর্জালে রয়েছে সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ (Greatest happiness of the greatest number of people)।[৮]

সুতরাং উপযোগবাদ তত্ত্ব অনুসারে যে কোন কাজের যথার্থতা বা অযথার্থতা উক্ত কাজের শুভ বা অশুভ ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে উক্ত কাজ কি পরিমাণে আনন্দ ও সুখ-দেবে তার ওপরেই নির্ভর করে শুভ বা অশুভ ফলাফল। আর আনন্দ বা সুখ হচ্ছে সহজাত গুণের অধিকারী। তিনি এ নীতিকে আইন প্রণয়নের কাজেও সমভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল উপযোগবাদ নীতির মাধ্যমে সবকিছুর সংস্কার করা। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ চলতে পারেনা কাজেই তিনি ব্যক্তির কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই সমাজের সার্বিক সুখের কথা ভেবেছেন। যার ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বের মানবকল্যাণে তিনি নিবেদিত প্রাণ হিসেবে বিবেচিত হতে চলেছেন।[৯]

নৈতিকতার ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে তিনি উপযোগিতার ভিত্তি বা সুখবাদের ভিত্তিতে বিচার বিশেণ্ডষণ করায় ভাষ্যকারগণ তাঁর মতবাদকে Ethical Hedonism বলে অভিহিত করেন। আবার বলতে পারে কাজটি ন্যায়সঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত নয়। এভাবে তিনি কাজের যথার্থতা উপলব্ধির মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হন। বেনথাম যদিও বলেন যে, এহেন ব্যাখ্যা দানের জন্য এটাই হবে একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। তাঁর মতে, নৈতিকতা বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিষয় বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, ব্যাখ্যা ও বিশেণ্ডষণ প্রয়োজন। নৈতিকতার কল্পনা প্রসূত ব্যাখ্যার ফলেই এর অর্থের নানারকম অসঙ্গতি ও দ্ব্যার্থবোধকতা পরিলক্ষিত হয়। আর এই অসঙ্গতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উপযোগিতার নীতি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি সমাজ সংস্কারক তাই তিনি উপযোগিতার নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও সীমাহীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি বরং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে সুখ সমৃদ্ধি ও দুঃখ কষ্ট, বেদনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। রাষ্ট্র কোন মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানের সুখ ও আনন্দ বর্ধন করে কিভাবে দুঃখ বেদনা দূর করে উপযোগিতার নীতি তা নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রের সাথে অতীত প্রাকৃতিক আইন কিংবা প্রাকৃতিক অধিকারের বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ চুক্তির কোন সম্পর্ক নাই। তাঁর নিকট রাষ্ট্র একটি যন্ত্র- আর কিছু নৈতিক কল্যাণকর কাজ করার জন্য এ যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।[১০]

রাষ্ট্র উপযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করে ও সেই আইন অনুযায়ী তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। নাগরিকগণ তাদের পূর্ব পুরুষের সম্পাদিত কোন চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য রাষ্ট্রের আইন মান্য করে চলেনা, তারা উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই রাষ্ট্রের আইন মান্য করে চলে। এভাবেই সরকার ও নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক অতিঘনিষ্ঠ হয়। এক কথায় উপযোগিতার নীতিই হচ্ছে সব কিছুর যৌক্তিকতা বিধানের একমাত্র মাপকাঠি যেখানে এই নীতি অনুপস্থিত থাকবে সেখানেই তার নিশ্চিতভাবে সংস্কার করা যাবে।[১১]

আধুনিককালের ইংল্যান্ডের শাসন প্রণালীতে সংস্কার পদ্ধতি মূলত বেনথাম প্রদর্শিত পথেই হয়েছে। তিনি এই নীতির মাধ্যমে সরকারের শ্রেণী বিভেদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণের মাধ্যমে রাজতন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রকেই বেশী মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রে জনগণের তুলনায় শাসকের স্বার্থ বেশী প্রাধান্য পাওয়ায় তা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ (Greatest happiness of the greatest number of people) এই নীতির অনুকূল নয়।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'Fragment on Government' এ এই নীতির ভিত্তিতেই বণ্ডাকস্টোনের 'Comentariage on the English Law' এর বিরূপ সমালোচনা করেন। তিনি আইনের সজ্ঞায় বলেন, আইন হচ্ছে আদেশের আকারে প্রদত্ত (মানবিক বা ঐশ্বরিক) ইচ্ছার অভিব্যক্তি। একটি রাজনৈতিক সমাজে (বিধিসম্মতভাবে গঠিত) কর্তৃপক্ষ যে সব আদেশ প্রদান করে এবং উক্ত সমাজের সদস্যগণ অভ্যাসগতভাবে যেগুলোকে মান্য করে চলে সেগুলোকেই আইন বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর এই সংজ্ঞা হতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, আইন কোন রাজনৈতিক দলের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে কোন নৈর্ব্যক্তিক ধারণা হলেও আইন জোর করে কারো ওপর চাপিয়ে দেয় না। এমনকি ঐশ্বরিক আইন ও মানবিক আইনে প্রাধান্য বিস্তার করে না। মানুষ যদিও অভ্যাসগতভাবে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও বিচার বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে দেখা যায় এই আনুগত্য প্রদর্শন উপযোগিতা নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কারণ মানুষ উপলব্ধি করে যে, আইন অমান্য করার চেয়ে মান্য করার মধ্যে অধিক কল্যাণ নিহিত। উপযোগিতা বা স্বার্থবোধের এই বিবেচনা ছাড়া আইন মান্য করার ব্যাপারে মানুষ অন্য কোন বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয় না।[১২]

বেনথামের আইনের এই ব্যাখ্যার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব ফুটে উঠলেও তিনি ব্যক্তিকে সমাজ বর্হিভূত সত্তা হিসেবে কল্পনা করেননি বরং তাকে সমষ্টিবাদী ও বিশ্বজনীন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। একমাত্র এ কারনেই জোসেফ প্রিস্টলের সর্বাধিক সুখের নীতিকে সংশোধন করে 'সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের' নীতির কথা ঘোষণা করেন। তিনি এই নীতির মানদানুসারে যথার্থ আইনের ব্যাখ্যায় ইংল্যান্ডের অনেক আইনকেই এর প্রেক্ষিতে অচল প্রমাণিত করে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[১৩]

তাঁর মতে, আইন প্রণয়ন ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অত্যন্ত নিবিড়। তাই প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে আইন প্রণয়নকারীর মুখ্য ভূমিকা হবে এমন কতকগুলো আইন প্রণয়ন করা যেগুলো আবশ্যিকভাবে পালনীয়। আবার নীতিশাস্ত্র যদিও আইন প্রণয়নের ন্যায় মানুষের কর্ম প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত এবং মানব কল্যাণে পরিচালিত এবং নৈতিকতার বিধান অনুসারে মানুষ যা অবশ্য করণীয় বলে মনে করে যে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই (Spontaneously) করে।

তিনি মনে করেন রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকারীর ক্ষেত্রে এই স্বতঃস্ফূর্ততা নিশ্চিত করাই হচ্ছে আইন প্রণয়নকারীর মূল সমস্যা। আইন প্রণয়নের কাজকে যথার্থভাবে সমাজের

উপযোগিতা নীতির অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক লোকের জন্য সর্বাধিক সংখ্যক সুখ এই নৈতিক বিধানের ন্যায় তাকেও স্বতঃস্ফূর্ততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।১৪

এই উপযোগিতার ভিত্তিতে বেনথাম আইনকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- নিরাপত্তা (Security), জীবিকা (Subsistence), প্রাচুর্য (Abundance) ও সমতা (Equality)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোকে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও এগুলোর সঠিকভাবে সামঞ্জস্য বিধানের ওপরই নির্ভর করে আইন প্রণয়নকারীর যথার্থ যোগ্যতা ও নৈপূণ্য। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাঞ্ছিত এই সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে আনন্দ ও বেদনার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য যে নৈতিক পরিমাপ পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে তা যথার্থ মাধ্যম বলে বিবেচিত।

অতএব বেনথামের মতে উপযোগবাদের নীতিটি অনুসরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হলে আইন প্রণয়নকারীর কল্যাণ ও মানব প্রেমিক লোকের সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত সম্ভব।

আইন ও নৈতিকতার ন্যায় বেনথাম এই নীতিটি প্রচলিত শাস্ড়ি ও কারাগার ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অপরাধীকে নিছক দৈহিক ও মানসিক ব্যথা প্রদানের উদ্দেশ্যে শাস্ড়ি দেয়া হয় যাতে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত থাকে না। এ ধরনের শাস্ড়ির পক্ষপাতি না হয়ে তিনি আইন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তিনি দ ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন।

যথা: (১) নিছক দ ব্যবস্থা (Punitive Punishment) (২) অপরাধীকে সংস্কার সাধনের জন্য দ ব্যবস্থা (Preventive Punishment)। তিনি দ ব্যবস্থার দ্বিতীয় মতটিতে সমর্থন দেন। তাঁর মতে, শাস্ড়ি অকল্যাণকর হলেও উপযোগিতার নীতির কারণে যদি স্বীকার করতে হয় তবে যতখানি ক্ষতি হবে ঠিক তা যেন বৃহত্তর অকল্যাণ এড়ানোর প্রতিশ্রুতি বয়ে নিয়ে আসে।[১৫]

(of this number are those in which the act was such as might on some occasions, be mischievous on disagreeable, but the person whose interest it concerns gave his consent to the performance of it)

শাস্ড়ির প্রকারভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- একই বিচার কেউ ভুল স্বীকারের মাধ্যমে, কেউবা বেত্রাঘাতের মাধ্যমে কেউবা পাঁচ বছর কারাদের মাধ্যমে ফায়সালার কথা বলতে পারেন কিন্তু বেনথামের মতে যতক্ষণ উপযোগিতা নীতির আলোকে শাস্ড়ির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় না হয় এবং সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সংখ্যক সুখ নিশ্চিত করার চুড়ান্ড় লক্ষ্যে শাস্ড়ি প্রদান করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ড় উপরোক্ত অভিমতের (Arbitrary Judgment) যৌক্তিকতা প্রমাণ সম্ভব নয়।[১৬]

বেনথাম উপযোগবাদের মূল প্রেরণা জোসেফ প্রিষ্টলে, লা মার্সিয়ার, ডিলা রিভিয়ার, হাচেসন, বেক্কারিয়া, ডেভিড হিউম প্রমুখ ইংরেজ ও ফরাসী চিন্ড়াবিদদের নিকট থেকে "সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ" তত্ত্বটি বাস্ড়ব ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করার অবদান রয়েছে।[১৭] তাঁরই অধ্যাপক ম্যাডোনা বলেন, বেনথামের গুরুত্ব এখনও বিদ্যমান, কারণ

উপযোগবাদের শক্তি শিথিল হয়ে গেছে তথাপি গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আইন প্রণয়নের বাস্ড়ব মানদ হিসেবে তার প্রভাব এখনও চিরঞ্জীব।[১৮]

ওয়েপার বলেন, প্রতিটি নারী পুরুষকে বেনথাম স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কাউকে শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট ভাবা তার কাছে সম্পূর্ণভাবে মানবতাবিরোধী কাজ ছিল। তিনি সমাজের স্বার্থকে সম্মিলিতভাবে সার্থক ভেবে মানবতাকে সম্প্রসারিত করেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতির কথা বলেন।[১৯] তিনি মৃত্যুর পরেও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার মানসে বিভিন্ন গ্রন্থ, তত্ত্ব ও তথ্যের বিশেণ্ডষণের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপযোগী ব্যবহারিক কাজের জন্য নিজের মরদেহ পর্যন্ড় দান করেছেন।

রাশিয়ায় অবস্থানকালে আইনের ব্যাখ্যায় জনপ্রতিনিধিত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ব্যাথা ও বেদনায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে মানবতার মুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মঙ্গল ও উন্নতির বিধানকল্পে গণতন্ত্রের সুপারিশ করে অসম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বলেন। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত হয়ে সমস্ড় মানবকূলকে একীভূত করেছেন। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক গ্রন্থ মানবতার দলিল স্বরূপ। তিনি রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও নীতিবিদ্যালয় মানবতার বেড়াজাল অক্ষুন্না রেখেছেন। তার মানবতার প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয় Fragement on Government গ্রন্থে। আধুনিক ইংল্যান্ডের শাসন প্রণালীতে মানব মুক্তির জয়গান গাইতে গিয়ে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে তিনি ব্যক্তিকে বিশ্বজনীন ভেবে গোটা বিশ্বের মানবজাতিকে এক সুতায় গেথে মানবতার মাল্য উপহার দিয়েছেন গোটা বিশ্ববাসীকে। তিনি ছিলেন মানবতার পূজারী তাই আইনের ব্যাখ্যা বিশেণ্ডষণ করতে গিয়ে বলেন, ঐশ্বরিক আইন হোক আর মানুষের তৈরি করা আইন হোক কোন আইন কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

তিনি সমস্ড় মানবকে একই মানবতার খাতিরে অপরাধীকে দৈহিক মানসিক ব্যথা প্রদানের জন্য শাস্ড়ি বিধান না করে সংশোধনের জন্য শাস্ড়ি বিধানের কথা বলেন। তাঁর মতে, আইন প্রণয়ন ও নীতি-নৈতিকতা যদি মানব কল্যাণের জন্য পরিচালিত হয় তাহলে এ'দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তার মতে, মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান না হলে সমাজে শাস্ড়ি আসেনা। আর এই শাস্ড়িসর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কাম্য হওয়া উচিত।

তাঁর উপযোগবাদ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আইন প্রণয়নকারীগণ নৈতিক পরিমাপ পদ্ধতি (Ethical moral calculus) কে যে কোন আইনের সম্ভাব্য ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সর্বোপরি যে কোন বাস্ড়ব সমাধান সঠিক বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে বেনথামের দর্শন থেকে লাভ করা সম্ভব। কাজেই তত্ত্ব